আলমডাঙ্গায় বিএনপি-জামায়াতের ৩ নেতা গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গায় নাশকতার মামলায় বিএনপি-জামায়াতের ৩ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

তারা হলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদ বিশ্বাস (৬০), পাঁচকমলাপুর গ্রামের বাসিন্দা ও জামায়াত নেতা আসাদুল হক (৬৫), কৃষ্নপুর গ্রামের বাসিন্দা জামায়াত নেতা আবু সাঈদ (৩৮)।

আলমডাঙ্গা থানার পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) মারজাহান আল মোনায়েম জানান, গত ২৯ শে অক্টোবর ভোরে উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামের আল-আমিন সোসাইটি ক্যাডেট মাদ্রাসা এলাকায় নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে মামলা হয়েছিল। ওই মামলার তদন্ত করতে গিয়ে হারুনুর রশিদ বিশ্বাস, আসাদুল হক, আবু সাঈদের বিরুদ্ধে তথ্য-প্রমাণ মেলে। ফলে পুলিশের একটি টিম তাদের নিজ নিজ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে।

কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সভাপতি,সম্পাদকসহ গ্রেপ্তার ৪

বিএনপির মহাসমাবেশে হামলা এবং দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ দলীয় নেতাকর্মীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিএনপির ডাকা তিনদিনের অবরোধ কর্মসূচির প্রথমদিন কুষ্টিয়ায় চলছে।

আজ মঙ্গলবার (৩১ অক্টোবর) ভোর ৬টা থেকে এ অবরোধ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এরফলে দূর পাল্লার যাত্রীবাহি পরিবহন বন্ধ রয়েছে। যাত্রীদের ভোগান্তী বেড়েছে চরমে। তারা ইজিবাইক ও সিএনজিতে চলাচল করছে।

দূরপাল্লার পরিবহন বন্ধ থাকায় কিছুটা বিপাকে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা। অধিক ভাড়া দিয়ে সিএনজি বা অন্যান্য পরিবহনে উপজেলা শহরগুলোতে যাতায়াত করতে দেখা গেছে অফিসগামী লোকজন সহ সাধারণ যাত্রীদের।

এদিকে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি ও দৌলতপুর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি, সাবেক সংসদ সদস্য, আলহাজ্ব রেজা আহম্মেদ বাচ্চু মোল্লা ও জেলা যুবদলের সহসভাপতি মেজবাউর রহমানকে আটক করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে শহরের আলফামোড় এলাকার নিজ বাড়ি থেকে কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য সোহরাব উদ্দিনকে একটি মাইক্রোবাসে করে নিয়ে যান জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

একই সময় জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ মেহেদী আহমেদ ও জেলা যুবদলের সহসভাপতি মেজবাউর রহমানকে জেলা বিএনপি কার্যালয় থেকে আটক করে নিয়ে যায় সদর মডেল থানার পুলিশ। এছাড়াও দৌলতপুর থেকে কুষ্টিয়া জেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি ও দৌলতপুর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি, সাবেক সংসদ সদস্য, আলহাজ্ব রেজা আহম্মেদ বাচ্চু মোল্লাকে আটক করে।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আশিকুর রহমান জানান, সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী, অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন ও মেজবাউর রহমানকে নাশকতার মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

বিএনপির অবরোধ কর্মসূচিতে নাশকতার প্রস্তুতিকালে হাত বোমা,লোহার রড লাঠিসহ তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই দুই নেতার বিরুদ্ধে নাশকতার একাধিক মামলাও রয়েছে। তবে কোন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে জানতে চাইলে পারে জানানো হবে বলে জানান ওসি।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সোহরাব উদ্দিনের বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক আবদুল আলিম সাংবাদিকদের বলেন, ‘সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সাদাপোশাকধারী দু-তিনজন পুলিশ সদস্য এসে খোঁজখবর নেন। এরপর ওপরে উঠে সাহেবের কক্ষে যান। স্যারকে জানালে স্যার বেরিয়ে আসেন। ওই সময় ডিবি সদস্যরা রুম এবং পুরো বাড়ি তল্লাশি চালান।’

দুপুর পৌনে ১২টার দিকে ডিবি পুলিশের সদস্যরা সোহরাব উদ্দিনকে বাড়ি থেকে বের করে একটি মাইক্রোবাসে করে কুষ্টিয়া শহরে পুলিশ লাইনসের দিকে নিয়ে যান। এ সময় হাস্যোজ্জ্বল মুখে হাত নাড়েন সোহরাব।

এরআগে রোববার দুপুরে কুষ্টিয়ায় বিএনপির ২১৬ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা করেছে পুলিশ। মামলায় ১৬ নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা ১৫০ থেকে ২০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

গত রোববার দুপুরে মামলাটি করেন কুষ্টিয়া সদর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) দিপংকর কুমার দেবনাথ।

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, শনিবার রাত সাড়ে সাতটার দিকে কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডের সিঙ্গার মোড়ে বিএনপির মহাসমাবেশের সমর্থনে নেতা-কর্মীরা মিছিল বের করেন। এ সময় বেশ কিছু উচ্ছৃঙ্খল নেতা-কর্মী দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনা, যানবাহন ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের জন্য সমবেত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হলে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের ১৭০ থেকে ২২০ জন উচ্ছৃঙ্খল নেতা-কর্মী দৌড়ে পালিয়ে যান। এ সময় পুলিশ পাঁচজনকে হাতেনাতে আটক করে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ৪টি অবিস্ফোরিত ককটেল, ১৪টি বাঁশের লাঠি, ৯টি লোহার রড ও ৪০টি ইটের টুকরা উদ্ধার করে।

পুলিশের করা এই মামলার আসামিরা হলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল মইদ (৫৩), শামিমুল হাসান (৫২), সদর থানা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম (৫২), জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মুজ্জাকির রহমান (২৯), সদস্যসচিব খন্দকার তসলিম উদ্দিন (৩৩), জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিন (৫১), জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আবদুল হাকিম (৪০), সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ (৪০), শহর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. শাহিন (৪৫), জেলা কৃষক দলের বহিষ্কৃত আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম (৪২) ও ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক আমজাদ হোসেন (৪২)।

মেহেরপুরে বিএনপির ১৪ নেতাকর্মী গ্রেফতার

বিশেষ অভিযানে মেহেরপুরের ৩ উপজেলা থেকে বিএনপির ১৪ নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।এরমধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলা থেকে ৬ জন, গাংনী উপজেলা থেকে ৫ জন ও মুজিবনগর উপজেলা থেকে ৩ জনকে আটক করা হয়েছে বলে জেলা পুলিশের একটি সুত্র নিশ্চিত করেছে।

গতকাল সোমবার (৩০ অক্টোবর) সন্ধ্যা থেকে মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে তাদেরকে আটক করা। অভিযান চলমান থাকায় মেহেরপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোন বক্তব্য দেয়া হয়নি। তবে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ অভিযোগ করেছেন সন্ধ্যা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত তার দলের মোট ২৪ জন নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশের সূত্র থেকে নিশ্চিত হওয়া আটককৃত ১২ জন হলেন, জেলা মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি রায়হানুল কবীর, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলি ভূট্টো, সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম -আহ্বায়ক আব্দুল আজীজ রাজু, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি টুটুল, জেলা যুবদলের সদস্য তুষার, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি রমজান, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি নেতা আলাউদ্দিন, জেলা বিএনপির সমবায় বিষয়ক সম্পাদক সাবর আলী, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপি নেতা মিলন হালসোনা, বুড়িপোতা ইউনিয়ন ওয়ার্ড বিএনপি নেতা আমিরুল ইসলাম, সহারবাটি ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি আসমাউল হক ও গাংনী পৌরসভা ৬নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি মানিক। বাকি দুজনের নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলান একটি মামলা ও অভিযানের ব্যাপারে নিশ্চিত করলেও অভিযান চলমান থাকায় কোন আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দিতে রাজি হননি।

বিশেষ অভিযানে মেহেরপুর জেলা বিএনপির ১২ নেতাকর্মী আটক

বিভিন্ন অভিযোগে বিশেষ অভিযানে মেহেরপুরের ৩ উপজেলা থেকে বিএনপির ১২ নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।এরমধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলা থেকে ৫ জন, গাংনী উপজেলা থেকে ৪ জন ও মুজিবনগর উপজেলা থেকে ৩ জনকে আটক করা হয়েছে বলে জেলা পুলিশের একটি সুত্র নিশ্চিত করেছে।

গতকাল সোমবার (৩০ অক্টোবর) সন্ধ্যা থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে তাদেরকে আটক করা। অভিযান চলমান থাকায় মেহেরপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোন বক্তব্য দেয়া হয়নি। তবে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ অভিযোগ করেছেন সন্ধ্যা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত তার দলের মোট ২২ জন নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশের সূত্র থেকে নিশ্চিত হওয়া আটককৃত ১২ জন হলেন, জেলা মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি রায়হানুল কবীর, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলি ভূট্টো, সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম -আহ্বায়ক আব্দুল আজীজ রাজু, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি টুটুল, জেলা যুবদলের সদস্য তুষার, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি রমজান, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি নেতা আলাউদ্দিন, জেলা বিএনপির সমবায় বিষয়ক সম্পাদক সাবর আলী, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপি নেতা মিলন হালসোনা, বুড়িপোতা ইউনিয়ন ওয়ার্ড বিএনপি নেতা আমিরুল ইসলাম, সহারবাটি ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি আসমাউল হক ও গাংনী পৌরসভা ৬নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি মানিক।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলান একটি মামলা ও অভিযানের ব্যাপারে নিশ্চিত করলেও অভিযান চলমান থাকায় কোন আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দিতে রাজি হননি।

পুলিশ হত্যা ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার নিন্দা তৃণমূল বিএনপির

গত ২৮ অক্টোবর রাজধানী ঢাকায় বিএনপির মহাসমাবেশ চলাকালে সহিংসতার নিন্দা জানিয়েছে তৃণমূল বিএনপি। সোমবার দলটির চেয়ারপার্সন শমশের মুবিন চৌধুরী বীর বিক্রম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই নিন্দা জানানো হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তৃণমূল বিএনপি জানিয়েছে, দায়িত্ব পালনকালে সহিংস ঘটনায় পুলিশ কনস্টেবল পারভেজ দুর্বৃত্তের হামলায় মৃত্যুবরণ করেন। দলটি এই মৃত্যুর তীব্র নিন্দা জানিয়ে শোক সমপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনাসহ তার রুহের মাগফিরাত কামনা করেছে। আহত পুলিশ সদস্যদের আরোগ্য কামনাও করেছে দলটি। ২৮ অক্টোবর দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিকদের ওপরে যে হামলা করা হয় তারও নিন্দা জানিয়েছে তৃণমূল বিএনপি।

২৮ অক্টোবর প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবনে যে হামলা করা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে তৃণমূল বিএনপির পক্ষ থেকে। একই দিনে একটি সরকারি হাসপাতালে দুর্বৃত্তদের অগ্নিসংযোগের মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনায় দলটি তীব্র নিন্দা জানায়।

সুস্থ রাজনীতিকে সুশাসনের ভিত্তি উল্লেখ করে তৃণমূল বিএনপি তাদের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, রাজনীতি দেশ এবং দেশের জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, জীবন কেড়ে নেওয়ার জন্য নয়। দেশের সুষ্ঠু রাজনীতির ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করে তৃণমূল বিএনপি।

বাইডেনের তথাকথিত উপদেষ্টা

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার মিয়ান আরেফি আটক

নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের উপদেষ্টার মিথ্যা পরিচয় দিয়ে সংবাদ সম্মেলন করার ঘটনায় মিয়ান আরেফি, অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল হাসান সারওয়ার্দী এবং বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার (২৯ অক্টোবর) রাতে মহিউদ্দিন শিকদার নামে এক ব্যক্তি বাদী হয়ে পল্টন থানায় এ মামলা করেন। আসামিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগ এনেছেন বাদী। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ডিএমপির মিডিয়া উইং।

আমেরিকার পাসপোর্টধারী মিয়ান আরেফির প্রকৃত নাম মিয়া জাহিদুল ইসলাম আরেফি। তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায়। শনিবার বিএনপির কার্যালয়ে মিথ্যা পরিচয়ে উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার পর রোববার বিকেলে তিনি দেশছাড়ার চেষ্টা করলে তবে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাকে আটক করে গোয়েন্দা পুলিশে সোপর্দ করে।

২৮ অক্টোবর বিশৃঙ্খলার কারনে বিএনপির মহাসমাবেশ পন্ড হওয়ার পর সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে অবঃ লেফটেন্যান্ট জেনারেল হাসান সারওয়ার্দী এবং বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনের নেতৃত্বে কয়েকজন নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে কিছু সংবাদমাধ্যমের সামনে মিয়ান আরেফি নিজেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের উপদেষ্টা পরিচয় দেন।এসময় তিনি বলেন পুলিশ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইন ও বিচার বিভাগের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে তার সরকারের (যুক্তরাষ্ট্র) কাছে সুপারিশ করেছেন।এসময় মিয়ান আরেফি তার বক্তব্যে দাবি করেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার দিনে ১০ থেকে ১৫ বার যোগাযোগ হয় এবং মার্কিন সরকারের সংশ্লিষ্ট সবাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে। তিনি মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরকেও বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

উল্লেখ্য ওই দিন দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিক্ষুব্ধ বিএনপি নেতাকর্মীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা কাকরাইল মোড় থেকে আরামবাগ মোড় পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায়। তারা প্রধান বিচারপতির সরকারি

বাসভবনসহ সরকারি স্থাপনা এবং সরকারি গাড়িসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ করে। এতে পুলিশের এক সদস্য নিহত ও পুলিশের ৪১ সদস্য আহত হন। সেসময় দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে ৩০ জন গণমাধ্যম কর্মী আহত হন। একপর্যায়ে বিকেল ৩টার দিকে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা মহাসমাবেশ স্থগিত ঘোষণা করেন।

মামলার এজাহারে বলা হইয়েছে, ওই সংবাদ সম্মেলনে একপর্যায়ে মিয়ান আরেফির বক্তব্য শুনে এবং ভিডিও দেখে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে।হাসান সারওয়ার্দী এবং ইশরাক হোসেন তাকে মিথ্যা বক্তব্য দিতে সহযোগিতা করেন এবং তার বক্তব্য সমর্থন করে বিএনপি নেতাকর্মীদের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতিতে উসকানি দেন। মিয়ান আরেফি তাদের সহায়তায় সরকারের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে সারা দেশে নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেন। বিএনপি নেতাকর্মীদের মনোবল বাড়াতে আসামিরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ করেছেন।

বিএনপি কী গণমাধ্যম বিমুখ হলো?

একজন নয় দু’জন নয় ২জন সাংবাদিক বিএনপি কর্মীদের হামলায় আহত! অবাক না হয়ে উপায় কী? একজন দু’জন হলে না হয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়া যেতো। কিন্ত সংখ্যাটা যখন এত বেশি তখন বলতেই হবে সাংবাদিকদের ওপর বিশেষ ক্ষোভ রয়েছে বিএনপি কর্মীদের। শুধু তাই নয়, বলতে হবে এই হামলা পরিকল্পিত এবং নির্দেশিত। কিন্তু কেন? সাংবাদিকদের সঙ্গে তো রাজনৈতিকে কর্মীদের শত্রুতা থাকার কথা নয় বরং বন্ধুত্ব থাকার কথা। যুগে যুগে তাই ছিল। কিন্তু কেন জানি, এই ২৮শে অক্টোবরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং ৯০ এর গণঅভ্যূত্থানের ধারাবাহিকতা ভাঙলো।

আমাদের প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে, কোন রাজনৈতিক দল যেটা করবে সাংবাদিক সেটা প্রচার করবে। সারাদেশের মানুষ তাদের মাধ্যমেই কী হয়েছে সেটার একটা চিত্র পাবে এবং তার এই মুহূর্তের রাজনৈতিক

সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু ২৮শে অক্টোবর আমরা কী দেখলাম? দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ভেঙে একের পর এক সাংবাদিকের ওপর হামলা করা হলো। মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেয়া হলো। টেলিভিশনের গাড়ি ভাঙা হলো। অদ্ভুদ। আগে কখনো এরকম দেখেছি বা শুনেছি বলে আমি মনে করতে পারছি না।

একদল লোক যাদের কাজ তথ্য সংগ্রহ করা এবং ছবি তোলা। তারা নানা ঘটনার ছবি তোলে এবং তথ্য সংগ্রহ করে। পরে এই ছবি এবং তথ্য মিলিয়ে মানুষকে খবর জানায়। তাহলে কী এখন আমরা বলবো গণমাধ্যমকে বিএনপির দরকার নেই? আমার মনে হয়, সেটা বলার যায়। কারণ আমরা জানি, গত দুই মাস ধরে বিএনপি দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা দেশের অন্যতম দুটি টেলিভিশনে যাবে না এবং কথা বলবে না।

দুই টেলিভিশনের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখার সিদ্ধান্তটা অবশ্য প্রকাশ্য। গণমাধ্যমের প্রতি কোন রাজনৈতিক দলের এমন প্রকাশ্য বিদ্বেষ অবশ্য বিরল। কিন্তু কাজটি তারা করছে। সেই ধারাবাহিকতায় চিন্তা করলে বলা যায়, সাংবাদিকদের প্রতি বিএনপি কর্তৃপক্ষের বিদ্বেষ রয়েছে। আরও বলা যায় এই বিদ্বেষ সদ্য নয়। বেশ পুরোনো। না হলে একদিনেই ২৭ জন সাংবাদিকের ওপর হামলার সিদ্ধন্ত নেয়া যায় না।

আমি আহত কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের বেশিরভাগই ফটো সাংবাদিক। তারা প্রত্যেকেই কাজ করছিলেন। অর্থাৎ এই হামলা মাঠে কর্মরত সাংবাদিকের ওপর হামলা। যারা হামলা শিকার হয়েছেন, তারা নিজের পরিচয় লুকাননি। যে কারণে বিএনপি কর্মীদের হামলার জন্যে তাদের খুঁজে বের করতে দেরি হয়নি। পরে কেউ কেউ অবশ্য পরিচয় লুকিয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন।

২৮শে অক্টোবর নিশ্চয়ই সাংবাদিকরা বার্তা পেয়ে গেছেন যে, এখন থেকে বিএনপির খবর সংগ্রহ করতে হলে সাবধানে করতে হবে। সেই সাবধানতা বিএনপির জন্যে কতটুকু ভালো হবে, আমি জানি না। কিন্তু সাংবাদিকদের অনেকেই বিএনপির কর্মসূচির্ খবর সংগ্রহ করার ঝুঁকি নিতে চাইবেন না, এটা এখন স্বাভাবিক। এই সরল সত্য বোঝার ক্ষমতা বিএনপি নেতাদের নেই, সেটা ভাবতে চাই না।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন বিএনপি প্রচলিত গণমাধ্যমকে এমন বার্তা দিল? তারাতো একটি রাজনৈতিক দল। নিজেদের কথা তো বলতেই হবে। তাহলে মাধ্যমটি কী হবে? এখনতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ছাড়া, আমি কোন মাধ্যম দেখছি না। তারা যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

নির্ভর হয়ে পড়েছে, সে নিয়ে অবশ্য সন্দেহ থাকার কথা নয়। সেকথা পাঠক্ও নিশ্চই জানেন। কিন্ত প্রচলিত গণমাধ্যম ফেলে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নির্ভর কতটা ঠিক হলো?

চরিত্র অনুযায়ী, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যেমে যা খুশি তাই বলা যায়। কিন্তু একজন গণমাধ্যম কর্মী কখনই যা খুশি তা বলতে পারেন না। কিছু বলতে হলে তাকে নানা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বলতে হয়। তার ক্লু লাগে সোর্স লাগে। নিশ্চিত হওয়ার দরকার পড়ে। তাই একজন সাংবাদিক যেটা বলেন সেটার ওপর মানুষ ভর করতে পারেন। কিন্তু সত্যের জন্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধমের ওপর ভরে করলে সেই ফল যে খুব ভালো হওয়ার কথা নয়, তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।

সা্ংবাদিক তার কাজের পদ্ধতির কারণে হয়তো বিএনপিকে খুশি করতে পারছে না। যেকারণে তারা আজ প্রচলিত গণমাধ্যম বিমুখ। এখন বিএনপির এই প্রচলিত গণমাধ্যম বিমুখতার সূত্র ধরে কেউ যদি বলে, এই মুহূর্তে সামাজিক যোগাযোগ মাধেমে সরকার বিরোধী যত প্রপাগাণ্ডা এসবই বিএনপির পরিকল্পিত তিনি কী ভুল বলবেন? কেউ যদি বলেন সাংবাদিকদের হামলার পরিকল্পনা এবং সরকার বিরোধী প্রপাগাণ্ডার পরিকল্পনা একই সূত্রে গাঁথা, তিনিও কী ভুল বলবেন?

তাদের কথা ভুল না ঠিক সেটা আমার মূল আলোচনা নয়। মূল কথা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর ভর করে বৈতরনী পার হওয়া যাবে না। কারণ তারা একটি রাজনৈতিক দল। সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা বলে তাদের জন্ম। কিন্তু আমাদের এখনকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভরকেন্দ্র হচ্ছে ঘৃণা। এই ঘৃণা দিয়ে আর যাই হোক, মানুষের কল্যাণ করা যায় না।

এই লেখা লিখতে লিখতেই খবর পেলাম, শনিবারের সহিংসতার নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তাদের পররাষ্ট্র দপ্তরের মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ এই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। তারা বলেছে, ২৮ অক্টোবর ঢাকায় যে রাজনৈতিক সহিংসতা হয়েছে তা অগ্রহণযোগ্য। সাংবাদিকদের ওপর হামলাসহ প্রতিটি সহিংসতা পর্যালোচনা করা হবে। সম্ভাব্য ভিসা নিষেধাজ্ঞার জন্য এই সহিংসতা আমলে আসবে। আপাতত আর কিছু বলতে চাই না। শুধু বলি, মাথাভরা ঘৃণা থাকার ফল যে ভাল কিছু আনে না, তা প্রমাণের জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না।

লেখক: গণমাধ্যম কর্মী।

চুয়াডাঙ্গাসহ ৪ উপজেলায় বিএনপি-জামায়াতের ৩৮ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি-জামায়েতের ৩৮ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত ২৮ অক্টোবর শনিবার রাত থেকে আজ রবিবার ভোরে জেলার বিভিন্নস্থানে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায় নাশকতা পরিকল্পনাকারী ও নাশকতা মামলায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের অভিযানে নয়জন, আলমডাঙ্গায় বারো জন, দর্শনায় পাঁচজন ও দামুড়হুদা মডেল থানায় তিনজন ও জীবননগর থানায় পুলিশের অভিযানে নয়জন বিএনপি ও জামায়াত ইসলামীর নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন (৫০), আলমডাঙ্গা পৌর জামায়াত ইসলামীর কর্মী তোফাজ্জল হক (৫৮), একই উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মামুন (৩৩), চিৎলা ইউনিয়ন বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম ঠান্ডু (৫০), হারদী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুস সাত্তার (৫৫), খাসকররা ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আব্বাস আলী (৩৫),২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক, নজরুল ইসলাম (৪৫), ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ফারুক আহমেদ (৫৫), ৪ নং ওয়ার্ডের জামায়াতের সেক্রেটারি হারুন অর রশিদ (৪০),আইলহাস ইউপি, ৯ ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম (৫০), কালিদাসপুর ইউনিয়নের জামায়াতের আমির রবজেল আলী (৬০) ও সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাক (৫০)।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতাররা হলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর থানা যুবদল ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ

আব্দুল্লাহ আল মাহবুব (৩৫), চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম(৩৬), সদর থানা ছাত্রদল যুগ্ন আহবায়ক বিল্লাল হোসেন (৩৮), কুতুবপুর ইউপি ৮ নং ওয়ার্ডের সেক্রেটারি(বিএনপি) হাবিল উদ্দিন (৪২), কুতুবপুর ইউপি ৬ নং ওয়ার্ডের দপ্তর সম্পাদক (বিএনপি) ডালিম হোসেন (৪৩), বিএনপি সমর্থক ইমদাদুল হক মজনু(৪৪) আকাশ(৩২) সোহেল(৪২) জামাত ইসলাম সমর্থক রাজন উদ্দিন(৩৫)।
দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছেন দামুড়হুদার সদর ইউনিয়ন বিএনপি’র সহ-সভাপতি শফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন ও জামায়াত কর্মী রফিকুল ইসলাম।

দর্শনা থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতাররা হলেন, মদনা ইউনিয়ন বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক আশিক ইকবাল চঞ্চল (৫১), নেহালপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ফরজ আলী (৪৮) ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খোরশেদ আলী (৩৫), দর্শনা পৌর এলাকার ১ নম্বর ওয়ার্ড সাধারণ সম্পাদক মন্টু মন্ডল (৪৫) ও দর্শনা সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের যুগ্ন আহবায়ক আব্বাস আলী (২২)। এসময় তাদের নিকট থেকে সাতটি বোমা সদৃশ বস্তু, নয়টি বাঁশের লাঠি ও চারটি লোহার রড উদ্ধার করে পুলিশ।

জীবননগর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছেন জীবননগর পৌর কৃষক দলের সভাপতি ইউনুচ আলী (৫৫), জেলা বিএনপির সদস্য আবুল হোসেন (৫৮), পৌর বিএপির সাংগঠনিক সম্পাদক শাজাহান আলী (৩৬), বিএনপি কর্মী সূজা উদ্দিন (৪৯), হাবিবার রহমান (৪৫), আমজাদ হোসেন (৫৮), আমিনুল ইসলাম (২৬), মিলন (৪৩), শাহিন উদ্দিন (৩৬) ও ইসরাফিল হোসেনকে (২৫) গ্রেফতার করেন। এসম তাদের কাছে থাকা ৪ টি অবিস্ফোরিত ককটেল সাদৃশ্য বস্তু এবং বিস্ফোরিত ককটেলের জোয়ার্দ্দার কৌটার অংশ বিশেষ ২ টি টুকরা উদ্ধার করেন।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, জেলায় আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী, নাশকতা পরিকল্পনাকারী, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মানুষের জান-মালের ক্ষতি সাধনকারী হিসেবে চিহ্নিত ৩৮ জনকে বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদেরকে আজ দুপুরের পর বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

হরতাল শেষে ৩ দিন অবরোধের ডাক দিল বিএনপি

মহাসমাবেশ ও একদিনের হরতাল শেষে এবার টানা তিন দিন অবরোধের ডাক দিয়েছে বিএনপি। হরতাল কর্মসূচি শেষে আজ রবিবার সন্ধ্যায় দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবীর রিজভী ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন।

রিজভী বলেন, দেশের সীমাহীন বঞ্চনা, অব্যাহত দুর্নীতি-লুটপাট, ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশে হামলা, মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে গ্রেপ্তার, নেতাকর্মীদের বাড়িতে তল্লাশির নামে ভাঙচুরের প্রতিবাদে ৩১ অক্টোবর, ১ ও ২ নভেম্বর দেশব্যাপী সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হবে। রেলপথ, নৌপথ, রাজপথ সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হবে।

তিনি আরো বলেন, ‘সারা দেশে আমাদের অসংখ্য নেতাকর্মী কারাগারে। অনেকেই গুম-খুন হয়েছেন। আমাদের নেত্রী, গণতন্ত্রের মাতা বেগম খালেদা জিয়া মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। তাকে বিদেশে পাঠানোর মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ দিচ্ছে না। তাকে সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।’

এসময় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম, সহ-অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান সুমন প্রমুখ ।

কুষ্টিয়ায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে

চলছে হরতাল

কুষ্টিয়ায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হরতাল চলছে। হরতাল চলাকালে ভোর থেকেই কুষ্টিয়া থেকে দূরপাল্লার সকল যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। মহাসড়কে বাসের পাশাপাশি ট্রাক চলাচল চোখে পড়েনি। তবে সড়কের পাশে ট্রাক থামিয়ে ড্রাইভার ও হেলপারকে অলস সময় কাটাতে দেখা গেছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোডে পুলিশ মেতায়েন রয়েছে।

রোববার (২৯ অক্টোবর) সকাল থেকে চলছে হরতাল। সিএনজি, রিকশা ও অটোরিকশা চলাচল করলেও দূরপাল্লার এবং অভ্যান্তরীন সড়কেও কোনো বাস কুষ্টিয়া ছেড়ে যায়নি।

কুষ্টিয়া শহরের ব্যস্ততম মজমপুর, চৌড়হাস, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, রেলগেট, এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, বিপুল সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান নিয়েছেন।

শহরের এনএস রোড ঘুরে দেখা গেছে, ব্যবসায়ীরা বেলা বাড়ার সাথে শহরের কিছু দোকানপাট খুলেছেন।

কুষ্টিয়া সড়ক পরিবহন গ্রুপ আন্ত:জেলা কাউন্টারের টিকেট বিক্রয়কর্মী বাবু বলেন, ‘কাউন্টার খোলা রয়েছে সকাল থেকে। তেমন যাত্রী দেখা যাচ্ছে না। যাত্রীরা ছোট ছোট যানবাহনে যাত্রা করছে। দুর পাল্লার কোন বাসও ছাড়া হয়নি।’

বাস চলাচল বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে। দুরপার।লার যাত্রী সাধারন বাস না পেয়ে ফিেও যেতে দেখা গেছে। আবার অনেকেকে সিএনজি ও অটো রিকসায় যাতায়াত করতে দেখা গেছে।

এদিকে, হরতালে যেকোন ধরনের নাশকতা এড়াতে শহরে পুলিশ মোতায়েনসহ আইনশৃক্সখলা বাহিনীর কড়া পাহারা লক্ষ্য করা গেছে। নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট এর সমন্বয়ে র্যাব পুলিশ শহরে টহল দিচ্ছে।